আন্তর্জালে দুর্বাক ও দুর্মদ আহাম্মদ মহিউদ্দিনের আস্ফালন!

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ্

আন্তর্জালের ফোরামে কেউ যদি ছদ্মনাম নিয়ে লিখেন তবে তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু কেউ যদি এই বিশেষ সুবিধাটুকু নিয়ে প্রতিপক্ষের নিন্দা গাইতে শুরু করে আর তার সাথে নানান বিশেষণ যে'গুলো পুরোপুরি বানোয়াট সে'গুলো ব্যবহার করে শুধু তখনই লাগে গোল! এই ফোরামের সদস্যরা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে 'সেতারা হাশেম' নাম নিয়ে যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটি তার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে হাজার মাইল দূরে সরে গিয়ে খিস্তি-খেউড় সংবলিত লিখা লিখেন সে'গুলো কার্যকারী তো হয় না বরং তাতে তার সরূপের উদঘাটন হয়। গত পাঁচ বছর ধরে এই দুর্বাক ও দুর্মদ ব্যক্তিটি তার অনেক প্রতিপক্ষের দুর্নাম গেয়ে বেড়িয়েছেন নানান ফোরামে অনেকটা ছুঁচোর কেত্তনের মত। এগুলো বন্ধ করার নিমিত্তে আমি নিউ ইয়র্ক পৌছে অনেক বঙ্গ-সন্তানের সাথে আলাপ করি। তাদের কেউ কেউ যারা নিউ ইয়র্কের 'প্রজ্ঞেসিভ' বঙ্গ-সমিতিতে যোগদেন তারা বলেছেন সেতারা হাশেম নাম নিয়ে কোন ব্যক্তিটি আন্তর্জালে লিখেন। তার পর আমি গুগোলের সাহায্য নিয়ে খোঁজ শুরু করি আহাম্মদ মহিউদ্দিন নিউ ইয়র্কের কোথায় থাকেন। কেন এটি করলাম তা পাঠকরা অনুধাবন করতে পারবেন। খানেকটা ধৈর্য ধরুন।

আমি জানতাম যে ''সেতারা হাশেম'' নামে যিনি লিক্ষেন তিনি অজান্তে কোথাও না কোথাও নিজের ঠিকানা জানাবেন। আর সেটিই তিনি করেছেন ই-মেলা বাংলা ফোরামে একবার নয়, দু'দু'বার। প্রথম, ১৪ই মে, ২০০২ সনে তিনি একটি পোস্টে তার নামের নিচে তার বাড়ীর আংশিক ঠিকানা দিলেন - ফোরবেল স্ট্রীট, ব্রুকলীন। পুনরায় তিনি তার বাড়ীর আংশিক ঠিকানা দিলেন জুন ২৪, ২০০২ সনের ই-মেলাতে দেয়া তার পোস্টে। আমি সেই তথ্য নিয়ে আর তার সাথে আহামেদ মহিউদ্দিন নাম দিয়ে যেই না আন্তর্জালে আরেক দফা খোঁজ চালু করলাম, সঙ্গে সঙ্গে সার্চ এঞ্জিন 'জাবাসার্চ' আমাকে আহাম্মদ মহিউদ্দিনের বাড়ির পুরো ঠিকানা এবং তার সাথে তার ব্যক্তিগত ফোন নাম্বার পর্যন্ত দিয়ে দিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ব্রুকলীনের ১২৬ নং ফোরবেল স্ট্রীট দু'জন থাকেন তাদের নাম হচ্ছে সেতারা হাশেম (নিজের স্বকৃতিতে ই-মেলা ফোরামে দেয়া) আর আহাম্মদ মহিউদ্দিন (ডাটা বেস সার্চ মতে)। নিউ ইয়র্কের কিছু বাঙ্গালীদের মতে জনাব মহিউদ্দিনই সেতারা নাম নিয়ে লিখেন।

সেতারা নাম্নী ভদ্রলোককে এবারও বলছি - যদি প্রমাণ করতে পারেন যে আমার তথ্যে ভুল আছে তা হলে প্রমাণ করিয়ে দিন - আমি বাঙ্গলা ফোরামে লিখা চিরতরে বন্ধ করে দেব। এবার হলো তো! অবগুন্ঠন দয়া করে নামান যাতে অন্যান্য বাঙ্গালীরা আপনার সরূপ দেখতে পান।

আমার নামে তার সদালাপের পোস্টে কতকগুলো মনগড়া এবং ডাহা মিথ্যে কথা লিখেছেন এই বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটি। এর উত্তর দিয়ে সত্যকে দাঁড় করাবো।

আমার বাবা-মা সিলেট জিলার অধিবাসী ছিলেন ছাত্রাবস্তায়। আমরা ঢাকা শহরে মানুষ হয়েছি ১৯৫০-১৯৬০ সনে। আমার নানা ওয়াসিল আলী উকালতি করতেন সিলেট শহরে আর ১৯২০-৩০ সনে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সাথে বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। নানা কোন সময়েই বৃটিশদের দেয়া ''খান বাহাদুর'' উপাধি পান নি। সেটি পেয়েছিলেন তার ছোট ভাই আবদুল খালেক যিনি ১৯৪০ সনে কোলকাতায় ডি আই জি পদ থেকে অবসর নেন। এই স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে দু ভাইর মধ্যে মতানৈক্য ও একটি হিম-যুদ্ধ অনেকদিন চলে ছিল বলে আমার মা আমাদের বলেছেন। অতএব, সঠিক তথ্য না জেনে সেতারা সাহেব উদর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছেন কেন ? এতে তার 'ক্রেডেবিলিটি' সাধারণ পাঠকদের মাঝে বাড়ছে না কমছে — তাকি তিনি একবার ভেবে দেখেছেন ?

আমার নামে এটিও বলা হয়েছে যে আমি নাকি কোন আমেরিকান মহিলাকে ডলারের বিনিময়ে বিয়ে করেছি আমেরিকান গ্রীন-কার্ড পাবার জন্যে। এটি শুনে আমি তো চেয়ারচ্যুত হতে যাচ্ছিলাম। একটি লোকের প্রসঙ্গে বানিয়ে এরকম কুৎসা রটানো একটি আইন বহির্ভূত কাজ! কেউ মানহানির কেইস ঠুকে দিলে কি বেকায়দায় পড়ে যেতে পারেন ভদ্রলোক — সেটি কি একটিবার ভেবে দেখেছেন?

আমি ১৯৬৯ সনে আমেরিকায় এসে পাঁচ বছর গড়িয়ে যাবার আগেই ডক্টোরেট করি ১৯৭৪ সনে ছাব্বিশ বছর পেরুতে না পেরুতে। যেহেতু আমি বায়ো-মেডিক্যাল লাইনে লেখাপড়া করেছি এ'দেশে, আমার জন্য তৃতীয় ক্যাটাগোরিতে অভিবাসন পেতে কোন বেগ পেতে হয় নি। ১৯৭৪ সনেই আমি নিউ ইয়র্কের স্টোনিব্রুকে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ফ্যালোশিপ নিয়ে পোস্ট-ডক্টোরাল স্টাডিজে যোগ দিই। সে'কারণে আমার জন্য গ্রীনকার্ড পাওয়া বলতে গেলে ডাল-ভাতই ছিল। এখন বলুন দেখি কোন দুঃখে মার্কিন মহিলাকে টাকা দিয়ে বিয়ে করতে যাব? কেবল মাত্র দুঃশ্চরিত্র কোনো ব্যক্তি এ'রকম কথা বানিয়ে বলতে পারেনা অপরের নামে।

মহিউদ্দিন সাহেব মরে উঠে আমার পিছে লেগে এও বললেন যে আমি নাকি পাকিস্তানি সরকারের বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় এসেছিলাম। আমি দেশে মাস্টার্স দেয়ার সাথে সাথে নিজ চেষ্টায় ওহাইও স্টেটে টিচিং এসিস্টেন্স বৃত্তি নিয়ে চলে আসি - তখন আমার বয়স মাত্র বাইশ বছর। পাকিস্তানের সরকারী বৃত্তি নিতে হলে কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে যোগ দিতে হতো। সে' সুযোগ আমার আর হয়ে উঠেনি। আমাকে বাধ্য হয়ে পুরানো দিনের এ'সব কথা লিখতে হচ্ছে। না লিখলে অনেকেই হয়তো মনে করতেন দুর্মদ মহিউদ্দিনের কথাগুলো সবই ঠিক। এই মহিলা বেশধারী দুর্বাক এই পুরুষকে একটা বাজী ধরি - উনি আমার সন্বন্ধে যে সব আজেবাজে মন্তব্য করেছেন সেগুলোর একটিও যদি প্রমাণ করতে পারেন সত্য বলে, তা'হলে আমি চিরতরের জন্য লেখা বন্ধ করে দেব। হলো এবার? আর যদি একটির প্রমাণ না এনে দিতে পারেন তবে কি সত্য কথাটি হলপ করে বলবেন যে - জাফর উল্লাহ্ যে প্রামাণ বের করেছে সেতারা হাশেমের আসল পরিচয় হচ্ছে আহাম্মদ মহিউদ্দিনসেটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কোন সহৃদয় ব্যক্তি যদি ১২৬ নং ফোরবেল স্ট্রীট ব্রুক্লীন নিউইয়র্কে গিয়ে দরজায় টোকা দেন সপ্তাহ অন্তে বা দিনের কাজের পর তাহলে দেখা যাবে যে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি (পুরুষ) এসে দরজার ছিটকারী খুলছেন। তখন দয়াকরে বলবেন যে ডঃ জাফর আমাকে পাঠিয়েছেন সেতারা হাশেমের সাথে

বাৎচিৎ আর মোলাকাত করতে। তখন ওই বয়োজ্যেষ্ঠ অর্বাচীনটির চেহারার বর্ণনা দিয়ে দয়া করে একটা ছোট্ট প্রতিবেদন সদালাপে পাঠাবেন। সটি যে হাস্যস্পদ হবে তাকি আর বলার অপেক্ষা রাখে!

এবারে আসা যাক শেখ মুজিব প্রসঙ্গে - শেখ সাহেবতো ১৯৬০ দশকে বড় নেতা হবার আগে ১৯৪০ সনে আর ১৯৫০ সনে সোরওয়ার্দী সাহেবের এক নম্বর চেলা ছিলেন । যান না, না হয় গিয়ে ইতিহাসের পাতায় ঢু মেরে আসুন, কথাটার যথার্থতা বিচার করতে। কেবল এক অর্বাচীনই এটা মনে করবে যে শেখ সাহেবের ছ'দফা আন্দোলনের আগে বোধ হয় উনার আর কোনো ইতিহাস ছিল না। ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্টের বিজয় লাভের পর যে প্রাদেশিক সরকার ঘটন করা হয় তা'তে শেখ সাহেবের পোর্টফোলিও কি ছিল? দেখি, মহিউদ্দিন সাহেবের বিদ্যার দৌড় কদ্দূর। এক সময় পাকিস্তান হবার পরপর শেখ সাহেব সোরওয়ার্দী সাহেবের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াতেন। ঠিক সে' সময় আমাদের বঙ্গ-বন্ধু একটা পাঁতি নেতা ছিলেন। হুসেইন শহীদ সোরওয়ার্দী ১৯৬৩ সনে দেহত্যাগ করার পর আর ১৯৬৫ সনে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর শেখ সাহেব আওয়ামী লীগের কর্ণধার হোন। তার পর ঢবির পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী [ম্যাক নামে খ্যাত] আর ক'জন খাটি বাঙালী শিক্ষক ছ'দফা প্রণয়ন করে তা শেখ সাহেবের হাতে ধরিয়ে দেন। আমি তখন ঢাকায়। এই ছ'দফা আন্দোলনই ছিল পাকিস্তানের মরণকাঠি। তখন থেকে অনেক বাঙালী মনে প্রাণে আশা করতো কি ভাবে খাঁন বাবাদের হাত থেকে দেশটাকে আলাদা করা যায়। শেখ সাহেব ছিলেন এঁদের এবং অনেকের বরেণ্য নেতা। আগরতলা মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে শেখ সাহেব হয়ে উঠলেন একজন দেশ বরেণ্য নেতা। ১৯৬৯ সনের ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে আইয়ুবকে সরিয়ে ইয়াহিয়া খাঁ দেশের ক্ষমতা নিল। পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা তখন ছিল খুবই সঙ্গীন, সর্বত্র ছিল হতাশার ছায়া। আর ক'টি মাস পর মাত্র ২২ বছর বয়সে আমি পি আই এ এর করাচী ফ্লাইটে ঢাকা ত্যাগ করি আমেরিকার উদ্দেশ্যে। বিদেশে বসে ডিসেম্বর ১৯৭০ সনের গণভোটে বাঙ্গালীরা বিজয়ী হবার খবরটি পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিলাম। সে' খবরটি অবশ্য রাওয়ালপিন্ডির কেন্টন্‌মেন্টে পৌছে খুবই তাড়াতাড়ি। আর সেখানে বসে পাকিস্তানি মিলিটারীর এক ডজন জেনারেল এটাই সিদ্ধান্ত নেয় যে, বাঙ্গালীদের হাতে ক্ষমতা কখনোই দেয়া যাবে না। এর স্বীকারোক্তি করেছেন জেনারেল গুল হাসান তার এক লিখায়।

আমেরিকায় বসে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য আমরা কি করেছি তার বর্ণনা আছে বেশ ক'টি বইতে। গুগুল সার্চ করলে তা পাওয়া যাবে। অতএব, আমি কি রাজাকার না স্বাধীন চেতা সংগ্রামী বাঙালী ছিলাম ১৯৭১ সনে সেটি কি নির্ধারণ করবে মুহিত সাহেব (যিনি তখন আমেরিকায় ছিলেন আর একটি বইও লিখেছিলেন এই নিয়ে) না কোথাকার আহাম্মদ মহিউদ্দিন নামে এক অর্বাচীন? গ্রামীন ব্যাঙ্কের ডঃ ইউনুস তো তখন আমাদের সাথে ওহাইয়ো এর পাশের স্টেট ইন্ডিয়ানাতে একটি ছোট কলেজে শিক্ষকতা করতেন আর বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য আমাদের সাথে জান দিয়ে খেটেছেন। তাকে না হয় জিজ্ঞেস করে দেখুন আমি তার সাথে মিলেমিশে কাজ করেছি কিনা দেশ স্বাধীন করার নিমিত্তে।

কথায় বলে, অলস মস্তিষ্ক হচ্ছে শয়তানের আখড়া! এই বৃদ্ধ বয়সে হাতে তেমন কোনো কাজ না থাকাতে সেতারা হাশেম নাম নিয়ে মহিউদ্দিন সাহেব আন্তর্জালে যাচ্ছেতাই বলে বেড়িয়েছেন আমাদের ক'জনকে নিয়ে। তাকে বলছি, দয়া করে শুনুন, এসব আবর্জনা ছিটিয়ে আর কি হবে?

সদালাপ সম্পাদকের কাছে আমার নিবেদন এই যে, ব্যক্তিগত আক্রমণ করে লিখা আর অনুগ্রহ করে পোস্ট করবেন না। এতে আপনাদের ফোরামের মানই ক্ষুন্ন হবে। নিতান্ত বাধ্য হয়েই এই লিখাটি লিখলাম। লিখাটি লিখে যে আনন্দ বা গর্ভবোধ করছি তা নয়। কোন কোন ''শিক্ষিত'' বাঙালীরা যে এত হীনমনা হয় তা আগে জানতাম না। সবাইকে নিজের মত বা সমমনা মনে করতাম। দেশে ছাত্রাবস্থায় গ্রোন-আপদের কদর্য মন দেখার আর সুযোগ হয় নি। আন্তর্জালের কৃপায় স'টিও দেখলাম তাও আবার বাঙালী ফোরামে! সবাই বহাল তবিয়ৎ এ থাকুন এটাই কামনা করি।

জাফর উল্লাহ
হনেস লেন, ইথাকা, নিউ ইয়র্ক। ২৬ই এপ্রিল, ২০০৬ ইং